যুগান্তর

তারিখ 2 MAR 2009

পাঠ্যবই সংকট

এনসিটিবি ১৭ প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে

মুসতাক আহমদ

এবারের পাঠ্যবই সংকট ও সরকারি কাগজ লোপাটের ঘটনায় ১৭টি প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এসব প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যতে বই ছাপানোর কাজ দেয়া হবে না। এমনকি রোববার নতুন যে ৪০ লাখ বই পুনর্মুদ্রণের আদেশ দেয়া হয়েছে, তা থেকেও ওইসব প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেয়া হয়েছে। সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক খান হাবিবুর রহমান জানিয়েছেন, চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে এখন বিধি মোতাবেক শোকজ করা হবে। আর যে চারটির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করা হয়েছে, তা যথারীতি চলবে। কার্যাদেশ দেয়া নতুন পাঠ্যবই ১০ মার্চের মধ্যে বাজারে আসবে। তবে প্রকাশকরা জানিয়েছেন, ১৫ দিনের আগে অর্থাৎ ১৭ মার্চের আগে বই দেয়া সম্ভব হবে না।

এর আগে শনিবার বিকালে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে তার বাসভবনে আলাপকালে যুগান্তরকে জানান, টাস্কফোর্স একটি সুপারিশমালা দিয়েছে। দোষী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা র‍্যাবের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এদিকে বাজারে পুনরায় নকল ও নিউজপ্রিন্টের বই ফিরে এসেছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, বই সংকটের কারণেই সুযোগসন্ধানীরা এ কাজ করেছে।

কালো তালিকাভুক্ত : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

কালো তালিকাভুক্ত : ১৭ প্রতিষ্ঠান

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সংশ্লিষ্টরা জানান, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ত্রিপক্ষীয় এক সভা থেকে ৪০ লাখ বই ছাপানোর নির্দেশ দেন। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ওই বই বাজারে আসার কথা ছিল। অভিযোগ উঠেছে, বই যাতে দেরিতে বাজারে আসে, সে লক্ষ্যে এনসিটিবি এবং প্রকাশকদের চক্রটি কাজ করেছে। নানা অজুহাতে বইয়ের কার্যাদেশ দিতে বিলম্ব ঘটায়। যে কারণে ফেব্রুয়ারিতে বই বাজারে দেয়া তো দূরের কথা, কার্যাদেশই দেয়া হয়নি। এনসিটিবি এবং প্রকাশকদের একটি অংশ জানিয়েছে, নকল এবং নিউজপ্রিন্ট ও সেই সঙ্গে নোট-গাইড বই যাতে বিক্রি করা যায় এবং পুনর্মুদ্রণ করা সরকারি বইয়ের যাতে পরবর্তীকালে চাহিদা না থাকে, সে লক্ষ্যে চক্রটি সুকৌশলে কাজ করেছে। এ প্রসঙ্গে রোববার এনসিটিবির নতুন সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) শফিকুর রহমানের সঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকরা যোগাযোগ করলে ব্যাপক উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'আমি প্রকাশকদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। তাদের সঙ্গে সখ্য রয়েছে। আপনারা লিখে দেন।' এনসিটিবির সচিব এবং টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব লোকমান হোসেন জানান, ওইসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা নেয়া হবে। বই সংকট ও কাগজ লোপাটকারী অপর প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে হাসান বুক ডিপো, সরকার এন্ড সন্স, প্রমা, অনন্যা ট্রেডার্স, আবদুল্লাহ এ্যান্ড সন্স, পপুলার লাইব্রেরি, জনতা, মৌসুমী অফসেট প্রেস, আলমগীর প্রেস, সিটি প্রকাশনী প্রভৃতি মুদ্রণ এবং প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান।